দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JAN 2017
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

আখাউড়ায় প্রধান শিক্ষকসহ ২৬ পদ শূন্য, ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান

■ আখাউড়া সংবাদদাতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকসহ ২৬টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক ১১ জন ও সহকারী শিক্ষক ১৫ জন। দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি ও নিয়োগ বন্ধ থাকায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে চলছে ওইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষক সংকটের কারণে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা বাধ্য হচ্ছেন অতিরিক্ত ক্লাস ও দায়িত্ব পালনে। ফলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনিক কাজকর্মসহ মারাত্মকভাবে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, আখাউড়া পৌর শহরসহ উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক অবসরে চলে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে ১১টি বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধান শিক্ষক সংকট থাকা বিদ্যালয়গুলো হলো—ধরখার ইউনিয়নের রুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘোলখার পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মনিয়ন্দ ইউনিয়নের তুলাই শিমুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিনার কোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টনকি দক্ষিণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খারকোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কর্নেল বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছয়ঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাড়ুরসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর ইউনিয়নের রামধননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তাছাড়া ওই সব বিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরো ১৫ জন সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে।

বিধি অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিদ্যালয় খোলা থাকে। প্রথম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচ-ছয় ঘন্টা শ্রেণি কক্ষে পাঠদান করায় শিক্ষকরা।

এ ছাড়া বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, শিশু জরিপ, আদমশুমারিসহ বিভিন্ন কাজ তাদের মাধ্যমে করা হয়। এর মধ্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা দাপ্তরিক কাজে উপজেলা শিক্ষা অফিস বা জেলা অফিসে চলে গেলে অন্যান্য শিক্ষকদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। ফলে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো.আব্দুল আলীম রানা বলেন, অবসর গ্রহণের কারণে বিভিন্ন সময় শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক না থাকায় বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। তবে পাঠদানে কোনো সমস্যা হচ্ছে না বলে তিনি জানায়।